দুর্নীতির শীর্ষে পুলিশ ও নিম্ন আদালত

দক্ষিণ এশিয়ার ৫ দেশ সম্পর্কে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের জরিপ

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ দক্ষিণ এশিয়ার ৫টি দেশের ৭টি গুরুত্বপূর্ণ সরকারী সেবা প্রদানকারী খাতের উপর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল এক জরিপ চালিয়ে দেখেছে যে, বাংলাদেশের মত দক্ষিণ এশিয়ার অন্য ৩টি দেশে পুলিশ এবং বিচার বিভাগ দুর্নীতির শীর্ষ স্থানে আছে। ভূমি প্রশাসন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ ও কর বিভাগ নিয়ে এ জরিপ চালান হয়। জরিপের এই ফলাফল গতকাল বার্লিন,নয়াদিল্লী, করাচী, ঢাকা, কাঠমুন্ডু ও কলম্বো থেকে একযোগে প্রকাশিত হয়েছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ চাপ্টার জানিয়েছে, মূলত বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ও শ্রীলংকার উপর জরিপ চালান হয়। জরিপ অনুযায়ী প্রতিটি দেশেই পুলিশ দুর্নীতির শীর্ষে রয়েছে। পাকিস্তান ছাড়া অন্য দেশগুলোতে বিচার বিভাগ দ্বিতীয় শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। পাকিস্তানে ভূমি প্রশাসন ও কর কর্মকর্তাদের দুর্নীতি অনেক বেশী। রিপোর্টে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে দ্বিতীয় দুর্নীতিগ্রস্ত খাত নিম্ন আদালত।

রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হলো পুলিশ বিভাগ এবং নিম্ন আদালত। শতকরা ১০০ জন সেবাগ্রহণকারীর মধ্যে শতকরা ৮৪ জন পুলিশ বিভাগে এবং শতকরা ৭৫ জন নিম্ন আদালতে দুর্নীতির শিকার হন। তৃতীয় দুর্নীতির খাত হিসেবে স্থান পেয়েছে ভূমি প্রশাসন। সেবা নিতে এসে শতকরা ৭৩ জন দুর্নীতির শিকার হন। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ এবং কর বিভাগে সেবা নিতে গিয়ে যথাক্রমে শতকরা ৫৬ জন, শতকরা ৪০ জন, শতকরা ৩২ জন ও শতকরা ২০ জন দুর্নীতির শিকার হচ্ছে। সর্বাধিক দুর্নীতির খাত কোনটি এরূপ প্রশ্নের জবাবে ৩৯ ভাগ উত্তরদাতা পুলিশ বিভাগ, ২১ ভাগ উত্তরদাতা স্বাস্থ্য বিভাগ, ১০ ভাগ উত্তরদাতা ভূমি প্রশাসন বিভাগ, ৭ ভাগ উত্তরদাতা বিচার বিভাগ এবং প্রায় ৬ ভাগ উত্তরদাতা শিক্ষা খাতকে চিহ্নিত করেছেন। ৭টি খাত ছাড়া অন্য খাতটি হচ্ছে কৃষি ব্যাংক। প্রায় সকল ক্ষেত্রে সেবাপ্রদানকারী সরাসরি অথবা তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে ঘুষ দাবি করেন। অবশ্য খুব কমসংখ্যক সেবাগ্রহণকারী নিজে সরাসরি ঘুষ দেয়ার প্রস্তাব করে। মিথ্যা গ্রেফতার থেকে মুক্তি পাবার জন্য পুলিশ প্রশাসনের সহায়তা নিতে গিয়ে ৯৬ ভাগ জনসাধারণ দুর্নীতির শিকার হন। ৯১ শতাংশ পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট নিতে, ৮৭ ভাগ অভিযোগ দাখিল করতে এবং ৭৫ শতাংশ লোক অন্যান্য পুলিশী কাজে দুর্নীতির শিকার হন। ২৪ শতাংশ কর্তব্যরত পুলিশ কর্মকর্তা, ১৯ শতাংশ তদন্তকারী কর্মকর্তা, ১৩ শতাংশ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও ৪ শতাংশ অফিসের কেরানীর দ্বারা দুর্নীতির শিকার হন। জরিপে দেখা যায়, যে সমস্ত থানা পুলিশ প্রশাসনের কাছ থেকে সহায়তা নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হন তাদের বছরে গড়ে ৯ হাজার ৬ শত ৭৫ টাকা অতিরিক্ত খরচ করতে হয়েছে। এই হিসেবে বাংলাদেশের যেসব পরিবার বা খানা এক বছরের মধ্যে পুলিশ প্রশাসনের কাছে সাহায্য নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হন তাদের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ঘুষ হিসেবে ২ হাজার ৬৬ কোটি টাকা আদায় করে। পুলিশ বিভাগের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে নিম্ন আদালত, যার হার ৭৫ দশমিক ৩২ শতাংশ। নিম্ন আদালতের সাথে সংশ্লিষ্ট ৬৬ শতাংশ কোর্ট কর্মচারী, ১৩ শতাংশ পিপি, ১০ শতাংশ বিপক্ষ উকিল এবং ৮ দশমিক ৬২ শতাংশ ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা দুর্নীতির শিকার হওয়ার কথা বলেছেন সেবাগ্রহণকারীরা। যেসব পরিবার বা খানা নিম্ন আদালতের কাছ থেকে সহায়তা নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হন, তাদের গড়ে ৭ হাজার ৮শত টাকা অতিরিক্ত খরচ হয়েছে। এই হিসেবে জনগণের কাছ থেকে বছরে ১ হাজার ১শত ৩৫ কোটি টাকা নিম্ন আদালতের সাথে সংশ্লিষ্টরা ঘুষ হিসেবে আদায় করেছে। ভূমি প্রশাসন তৃতীয় দুর্নীতিগ্রস্ত খাত। ভূমি প্রশাসনের কাছ থেকে সেবা নিতে গিয়ে পরিবার বা খানা সদস্যদের গড়ে ৩ হাজার ৫শত ৯ টাকা অতিরিক্ত খরচ করতে হয়েছে। এই হিসেবে এ খাতের কর্মকর্তা কর্মচারীরা এক বছরে ১ হাজার ৫শত ১৫ কোটি টাকা ঘুষ হিসেবে আদায় করে। মিউটেশনের কাজে গড়ে ২ হাজার ২শত ৮৩ টাকা, খাস জমি পাওয়ার জন্য গড়ে ২ হাজার ১শত ২৯ টাকা, ভূমি জরিপ করার জন্য গড়ে ১ হাজার ৮শত ৯ টাকা এবং স্ট্যাম্প ক্রয়ের জন্য তাদের ১ হাজার ৮শত ২৪ টাকা ঘুষ দিতে হয়। ভূমি প্রশাসনের ৪৩ শতাংশ সার্ভেয়ার, ২০ শতাংশ তহসিলদার, ১৩ দশমিক ৬ শতাংশ রাজস্ব কর্মকর্তা, ১২ শতাংশ দলিল লেখক এবং ৬ শতাংশ স্ট্যাম্প ভেন্ডার দ্বারা পরিবার বা খানার সদস্যরা দুর্নীতির শিকার হন।

স্বাস্থ্য সেবা নিতে আসা পরিবার বা খানা সদস্যদের ৪৭ দশমিক ৫৬ শতাংশ হাসপাতালে বিকল্প পন্থায় ভর্তি হয়। ৩০ শতাংশ বেড পেতে, ১৯ শতাংশ ওষুধ পেতে, ১৬ দশমকি ৪৯ শতাংশ এক্সরে করাতে, ১৩ দশমিক ৬২ শতাংশ প্যাথলজিক্যাল টেস্টের জন্য এবং ৩ শতাংশ রক্ত পেতে অতিরিক্ত টাকা দেয়ার কথা বলেছেন। এই হিসেবে সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসা করতে গিয়ে গত ১ বছরে জনগণের প্রায় ১২শত ৫০ কোটি টাকা অতিরিক্তি খরচ করতে হয়েছে। চিকিৎসা নিতে আসা জনগণ ৫৬ শতাংশ ডাক্তার দ্বারা, ৩৬ শতাংশ হাসপাতাল স্টাফ দ্বারা এবং ৫ শতাংশ নার্স দ্বারা দুর্নীতির শিকার হওয়ার কথা বলেছেন।

শিক্ষা খাতে পরিবার বা খানা সদস্যদের ৮৭ শতাংশ শিক্ষক দ্বারা দুর্নীতির শিকার হওয়ার কথা বলেছেন। যেসব ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির পর দুর্নীতির শিকার হয়েছে তাদের বছরে গড়ে মাথাপিছু ৭৪২ টাকা অতিরিক্ত খরচ করতে হয়েছে। ২০০০ সালের বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রায় ৩ কোটি ১০ লাখ ছাত্র-ছাত্রী আছে। বছরে শিক্ষা বিভাগের অনিয়মে শতকরা ৪০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী দুর্নীতির শিকার হয়। এদের কাছ থেকে আদায় করা হয় ৯শত ২০ কোটি টাকা। বিদ্যুৎ বিভাগের কাছ থেকে সেবা নিতে গিয়ে যেসব পরিবার বা খানা সদস্য দুর্নীতির শিকার হন তাদের বছরে ৯শত ৫০ কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ করতে হয়। এই হিসেবে বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বছরে ১শত ৮২ কোটি টাকা ঘুষ হিসেবে আদায় করে। বৈধ এবং অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ, যথাযথ সরবরাহ পাওয়া, বিল পরিশোধ, ওভার বিল এবং খেলাপি বিলের জনসংযোগ বিচ্ছিন্ন না করার জন্য দুর্নীতি ঘটে থাকে। বিকল্প প্রক্রিয়ায় যারা বিদ্যুৎ সংযোগ নেন তাদের মধ্যে শতকরা ৯৮ পরিবার বা খানা সদস্য সংযোগ নেয়ার জন্য অফিস স্টাফকে ঘুষ দিয়েছেন। বিদ্যুৎ সংযোগ নেয়ার পর বিদ্যুৎ সংক্রান্ত কাজের জন্য ১ বছরের মধ্যে যারা বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়েছেন, তাদের মধ্যে শতকরা ৩২ জন দুর্নীতির শিকার হন।

বান্দরবানে জুম চাষীদের শত শত টন ধান খেয়ে ফেলেছে ইঁদুর বাহিনী

বান্দরবান সংবাদদাতা ॥ বান্দরবানে বৃষ্টিপাত ও ইঁদুর বাহিনীর আক্রমণে জুম চাষের উপর নির্ভরশীল পাহাড়ী এলাকায় খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে। ধান ওঠার প্রাক্কালে ইঁদুর বাহিনী শত শত টন ধান খেয়ে ফেলায় পাহাড়ী এলাকায় বিপর্যয় নেমে আসবে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

রুমা, থানচি, রোয়াংছড়ি, লামা, আলীকদম ও নাইখংছড়ি উপজেলার পাহাড়সমূহে এ বছর ৪০ হাজার হেক্টরে জুম চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। জুমিয়ারা জুম চাষের জন্য জঙ্গল কাটলেও অসময়ে বৃষ্টিপাত হওয়ায় পোড়াতে পারেনি। ফলে অনেক জুমিয়া জুম চাষ করতে পারেনি এবং যারা করেছে সেখানে ভাল ফলন হয়নি। যেখানে কিছুটা ফলন হয়েছে সেখানে ফসল ঘরে তোলার আগেই পাহাড়ী ইঁদুরের দল অধিকাংশ ফসল খেয়ে সাবাড় করে। ফলন কম, তাও ইঁদুরের পেটে চলে যাওয়াতে পাহাড়ী জনগণের অভাব বেড়ে গেছে। অনেকে অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। অনেকে পাহাড়ী লতা-পাতা খেয়ে দিনাতিপাত করছে। জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে।

বাগেরহাট আদালতে ম্যাজিস্ট্রেট অবরুদ্ধ ॥ জামিন বাতিলের জের

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি ॥ বাগেরহাটে একজন আসামীর জামিন বাতিল করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিক্ষুব্ধ কিছু আইনজীবী আদালতেই একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে মঙ্গলবার দুপুরে অবরুদ্ধ করে রাখে। অন্তত আধা ঘন্টা পর জেলা প্রশাসক পিউস কস্তা ঘটনাস্থলে এসে ঐ ম্যাজিস্ট্রেটকে উদ্ধার করে তাঁর অফিস কক্ষে নিয়ে যান। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, বাগেরহাট-১ আদালতের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ রবিউল আলম আহম্মদ মোল্লা নামে একজন আসামীর অন্তর্বর্তীকালীন জামিন বাতিল করেন। আসামীপক্ষের আইনজীবীরা ম্যাজিস্ট্রেটকে তাঁদের বিক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। এর কিছুক্ষণ পর আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদকসহ আরো কিছু আইনজীবী উক্ত আদালতে এসে ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে বাক-বিতণ্ডা শুরু করলে এক পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেট এজলাস ছেড়ে দ্রুত খাস কামরায় ঢুকে পড়েন। তখন উপস্থিত বিক্ষুব্ধ আইনজীবীরা সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ রবিউল আলমকে অবরুদ্ধ করে রাখেন। খবর পেয়ে প্রথম অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ঘটনাস্থলে যান। ডিসি পিউস কস্তাও দ্রুত সেখানে উপস্থিত হয়ে উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটকে উদ্ধার করে তাঁর অফিস কক্ষে নিয়ে যান।

এদিকে জেলা আইনজীবী সমিতি গত মঙ্গলবার বিকালে এক সভা করে উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটকে একজন অসৎ, দুর্নীতিবাজ হিসাবে উল্লেখ করে তাঁকে প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়। জেলা আইনজীবী সমিতির একটি প্রতিনিধি দল মঙ্গলবার জেলা প্রশাসকের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের দাবির কথা জানান। ম্যাজিস্ট্রেট নাজেহালের এই ঘটনায় বাগেরহাটে বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের মাঝে দারুণ ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে বাগেরহাট ডিসি পিউস কস্তা জানান, ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে যে দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে সে ব্যাপারে আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে।

যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য দিয়েছেন অলব্রাইট

বিবিসি ॥ সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ম্যাডেলিন অলব্রাইট দি হেগের যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালে সাবেক বসনীয় সার্ব প্রেসিডেন্ট বিলিয়ানা প্লাভসিচের পক্ষে কথা বলেছেন। অলব্রাইট এ সময় প্লাভসিচের দণ্ডাদেশের শুনানিতে বক্তব্য রাখছিলেন। মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করার কথা স্বীকারকারী প্লাভসিচ এখন যাবজ্জীবন দন্ডের সম্মুখীন। ম্যাডেলিন অলব্রাইট বলেন, বসনিয়া যুদ্ধের শেষদিকে কট্টর সার্ব নেতাদের সঙ্গে বিলিয়ানা প্লাভসিচের মতবিরোধ ঘটে এবং তিনি যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ডেইটন শান্তি প্রক্রিয়ার পক্ষ নেন। এ পর্যন্ত যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য দেয়া সর্বোচ্চ মার্কিন কর্মকর্তা অলব্রাইট বসনীয় যুদ্ধের ‘অকল্পনীয় আতংকে’র কথাও বলেন। তিনি মন্তব্য করেন, ‘দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ইউরোপে আর ঐরকম আতঙ্ক দেখা যায়নি।’

বিএনপির নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলুন ঃ নাসিম

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম সিরাজগঞ্জের সাবেক এমপি মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল লতিফ মির্জাকে গ্রেফতারের ক্ষেত্রে বিএনপি-জামায়াতের স্থানীয় নেতাদের প্রভাব খাটানোর অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেন, লতিফ মির্জা কোন বেআইনী কাজের সাথে জড়িত থাকতে পারে তা সিরাজগঞ্জের একটি লোকও বিশ্বাস করে না। তিনি অবিলম্বে লতিফ মির্জার মুক্তি দাবি করেন। তিনি বলেন, সরকারের প্ররোচনায় সেনাবাহিনীর এমন কোন কাজ করা উচিত নয়, যাতে তাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। সাংবাদিক সম্মেলনে সাবেক এমপি আব্দুল লতিফ মির্জার কন্যা সেলিনা মির্জাও বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, যৌথ বাহিনীর সদস্যরা তাদের বাড়ীতে প্রথম দফা তল্লাশী চালানোর পর চলে যাবার সময় পুনরায় রান্না ঘরে তল্লাশীর চালায় এবং অস্ত্র উদ্ধারের নামে তার পিতাকে সাজানো ঘটনায় গ্রেফতার করেছে। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন, তাঁর পিতা কি রান্নাঘরে পিস্তল রাখতে পারেন তিনি বলেন, তার পিতাকে কোথায় রাখা হয়েছে, কি অবস্থায় আছে তা তাঁরা জানেন না। তিনি অবিলম্বে তাঁর পিতার মুক্তি দাবি করেন।